BNGH- 2nd Sem
Teacher: Dr. Biswajit Podder.

প্রার্থনা বিষয়ক পদ

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনীয় কোন বস্তু আছে বলে অভীপ্সা পূর্ণ করবার জন্য কবিগন ধর্মীয় কবিতা রচনা করেছেন। মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্য ধারায় দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে। শাক্তপদের 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ে কবিগন দেবী শক্তির কাছে তাঁদের প্রার্থনা জানিয়েছেন। পার্থিব বস্তু ছাড়া নিজের মৃত্যুভয় ও কৃতকর্মের কথা ভেবে কবিরা মুক্তি প্রার্থনা করেন-

পাপোঽহং পাপকর্ম্মাঽহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মা পুন্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ ॥

কিন্তু বৈষ্ণবকাব্য আরাধ্যি দেবতার মধুর লীলা আখ্যানের কাব্য। প্রেমের অবতার তিনি। প্রকৃত বৈষ্ণব তাঁর কাছে মোক্ষ চান না, চান মানস-বৃন্দাবনে যুগলমূর্তির পূজা করবার অধিকার। একথা সত্য ভক্ত যখন তত্ত্বদৃষ্টি বর্জন করে বিশুদ্ধ ভগবৎ নিষ্ঠায় আরাধ্য ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পন করেন তখন আন্তরিক কামনাই জানান। চৈতন্য পূর্ব সময়ে ভক্তের ব্যক্তিগত উদ্ধার কামনাই প্রাধান্য পেয়েছে কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী সময়ে গোপী-সত্তায় রাধা-কৃষ্ণের যুগলতনু সেবা করার প্রার্থনা বড় হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত আকুলতা ও আত্মসমর্পনের জন্য চৈতন্য পূর্ববর্তী প্রার্থনা পদগুলি যেমন সজীব হয়েছে পরবর্তীপদগুলি ততটা সজীব নয়। চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের প্রার্থনা বিষয়ক শ্রেষ্ঠকবি বিদ্যাপতি তাঁর আরাধ্যি দেবতার পায়ে নিজেকে সমর্পন করে আত্ম-স্বীকারোক্তি করেছেন-

'গনইতে দোষ গুন-লেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।'

শ্রীকৃষ্ণ হলেন জগন্নাথ সকল জীবের ত্রাতা। তাঁর কাছে বিদ্যাপতির কাতর প্রার্থনা-

ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু।

Scanned with CamScanner

আরাজীবন তিনি ঈশ্বরকে নিশ্চাভরে ডাকার সময় পাননি। অসার কাজে কাটিয়ে আজ অসহায় আত্মসমর্পন করে আন্তরিক আকুতি জানান করি-

আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়নু
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমনী রসরঙ্গে মাতনু
তোহে ভজব কোন বেলা ॥

আরাধ্য মাধবের শক্তি ও অপার মহিমা এমনই যে ব্রহ্মাও বারবার তাঁর থেকে জন্ম নিয়ে তাঁর মধ্যে লীন হন। সুতরাং-

ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি-অনাদিক নাথ কহায়সি
অব তারন-ভর তোহারা ॥

কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী কবিরা এই বিরনের মুক্তিবাঞ্ছাকে মনে করেন ভক্তিসাধনার প্রধান অন্তরায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন-

..... মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥'

নরোত্তম দাস তাঁর পদে (চৈতন্য পরবর্তী শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা বিষয়ক কবি) রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি দর্শন এবং সে কাজে সাহায্য করার আকুল আকুতি জানিয়েছেন। তাঁর প্রার্থনা অধিক নিবেদিত হয়েছে গৌরাঙ্গদেব আর আচার্যগনের পদে-

'মদনগোপাল প্রভু গোবিন্দ গোপীনাথ
দয়া কর মুক্তি অধমেরে।
সংসার-সাগর মাঝে পড়িয়া রয়াছি নাথ
কৃপাডোরে বান্ধি লেহ মোরে ॥'

গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাত্ত্বিক ও কবিদের মনে অন্তঃকৃষ্ণ-বহিঃগৌর এই চৈতন্যদেব মহিমা প্রাধান্য পেয়েছে কারো পদে-

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর।

Scanned with CamScanner

প্রকৃত বৈষ্ণব কবির প্রার্থনা ফুটে উঠেছে নরোত্তম দাসের পদে-

হরি হরি, হেন দিন হইবে আমার।
দুঁহু-অঙ্গ পরশিব দুঁহু-অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোঁহাকার।

এ সাধনার আদর্শ গোপিনীদের। রাধা-কৃষ্ণের সেবা করার সুযোগ পেতে কবির নারীজন্ম গ্রহণেও অনাপত্তি। রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে তাই কবির নিবেদন-

হরি হরি আর কবে এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ কবে বা প্রকৃতি হব
দোঁহারে নূপুর পরাইব॥

কেবল তত্ত্বের জন্য নয়, এই তত্ত্বদর্শন জীবন-দর্শনে পরিনত হয়েছে কবির। তাই তাঁর প্রার্থনা পদের আকুলতা, ঐকান্তিকতা এত গভীর।

-০-

Scanned with CamScanner